

E- Content

দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

শিক্ষিকার নাম -সুস্মিতারায়

বিষয়- আড্ডাসাহিত্য হিসেবে চাচা কাহিনী।

(ষষ্ঠ সেমেস্টার, জেনেরিক প্রোগ্রাম)

সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। বহু ভাষাবিদ এই লেখক মজলিসি বৈঠকী রীতির গল্প রচনা, রম্যরচনা ও ভ্রমণকাহিনী রচনার জন্য সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর রচনা সহজ সরল বুদ্ধিদীপ্ত বাক- বৈদগ্ধপূর্ণ ও অননুকরণীয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সাবলীল রূপ পেয়েছে তাঁর রচনায়।

মুজতবা আলী ছিলেন বহুভাষাবিদ। ফরাসি, জার্মানি ,ইটালি, আরবি ,ফার্সি, উর্দু, হিন্দি প্রভৃতি ১৫টি ভাষা জানতেন তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল - 'দেশে বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচাকাহিনী', 'অবিশ্বাস্য', 'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন। লেখক এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মজলিসি বৈঠকী রীতির গ্রন্থ হল "চাচাকাহিনী"। গল্পরস ও রমনীয়তা - দুটোই এ গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়।

'চাচাকাহিনী' গল্প গ্রন্থের চাচা হলেন স্বয়ং লেখক। তিনি অধিকাংশ গল্পের গল্পকথক।এই গ্রন্থে মোট ১১টি গল্প আছে।যথাক্রমে- স্বয়ংবরা, কর্নেল, মাজননী, পুনশ্চ, বেঁচে থাকো সর্দি কাশি ইত্যাদি।অধিকাংশ গল্পই বিদেশের পটভূমিকায় রচিত।প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে, জার্মানিতে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী ন্যাৎসিবাদ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি মিত্রশক্তির নির্দেশিত কঠোর ও অসম্মানজনক সন্ধি, সাধারণ মানুষের মধ্যকার নৈরাশ্য ও অস্থিরতা - চাচাকাহিনীর গল্পগুলির প্রেক্ষাপট।

'চাচা' চরিত্র সৈয়দ আলীর অনন্য সাধারণ সৃষ্টি। হিন্দুস্থান হাউসে বসে তিনি গল্প করেছেন নানান বিষয় নিয়ে, তার সেই বৈঠকি গল্প মন দিয়ে শুনেছে উপস্থিত শ্রোতার দল। প্রত্যেকটি গল্পে মজলিসি তথা আড্ডা সাহিত্যের কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি গল্প বাকচাতুর্য ও শিল্পচাতুর্যের অপূর্ব সমন্বয়। চাচাকাহিনীর গল্পগুলি সম্বন্ধে দেশ পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনায় লেখা

হয়েছিল - " মামুলি গল্পের মত এ গল্পগুলোর আগামাথা পাস - তলা বলে কিছু নেই। এতো লেখা গল্প নয়, বলা গল্প, মজলিসে বসে বৃদ হয়ে শোনার গল্প, গল্প বলার কায়দাটা মিষ্টি, গল্পের শিরদাঁড়া ঋজু, মেজাজ বাস্তব আশ্রয়, কোথাও অতিরঞ্জন নেই। "

প্রত্যেকটি গল্পের রচনা শৈলী অনবদ্য। এখানে চাচা হলেন গল্প কথক। আর শ্রোতাদের মধ্যে আছেন - সূর্য্যরায়, জব্বলপুরের শ্রীধর মুখুজে, আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা, আড্ডার নম্বর আড্ডাবাজ পুলিন সরকার, চাচার সবচেয়ে নেওটা ভক্ত গোসাই।

চাচাকাহিনী আড্ডা সাহিত্য হিসেবে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কারণ লেখক সাবলীলভাবে বিদেশের মাটিতে ভারতীয় মেজাজের চিত্রপাঠক শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। হিন্দুস্তান হাউস ছিল আড্ডার উৎসস্থান। সেখানে ভারতীয়, বিশেষত প্রাদেশিক বাঙালীরা একত্রিত হতেন, মন খুলে গল্প করার জন্য। ভারতীয়দের এই আড্ডা এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, যে অভারতীয় বিদেশী মানুষেরাও ভারতীয় ভবনকে আড্ডাখানা হিসেবে চিনতে শুরু করেছিল। ভারতীয় ভবনের খাদ্য তালিকায় ছিল বাঙালি আনায় ভরপুর, ডাল ভাত মাছ তরকারি মিষ্টি ইত্যাদি।

লেখক মুজতবা আলী তার প্রত্যেক গল্পের সূচনায়, আড্ডার এক পরিবেশ তৈরি করতেন। তারপর ধীরে ধীরে প্রসঙ্গক্রমে তিনি মূলগল্পে প্রবেশ করতেন, যাতে পাঠক শ্রোতা আড্ডার মনোরম পরিবেশ উপভোগের সাথেসাথে, বিদেশের বৃকে, লালিত বাস্তবজীবন সমৃদ্ধ এক একটি ঘটনার সাথে পরিচিত হতে পারেন।

'স্বয়ংবরা' গল্পে আড্ডার ছলে তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিম্মত সিং এর সাথে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ও বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধোত্তর পরিবেশে জার্মানিতে হিম্মত সিং কিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তা তুলে ধরেছিলেন।

'কর্নেল' গল্পে ভারতীয় ভবনের , ভারতীয় রান্নার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ছানাতত্ত্ব, ছানার সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টির বিষয় তুলে ধরেছেন, এখানে চাচা নিজের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে, পাঠককে আরো বেশি পরিচিত করার জন্য নিজের বেশভূষার বর্ণনা দিয়েছেন। এই গল্পে জার্মানির একযোদ্ধা পুরুষ কর্নেল ডুফেন হপারের জীবনী সাবলীলভাবে গল্পের ছলে লেখক পাঠকের সামনে পরিবেশন করেছেন, যা থেকে সমগ্র জার্মান জাতির চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট চিত্র উঠে আসে।

'মা জননী' গল্পে একজন মায়ের পবিত্র জননী হয়ে ওঠার গল্প তিনি আড্ডার ছলে শ্রোতাদের শোনান। সিভিলা নামে অতি সামান্য গ্রামের মেয়ের মাতৃত্ব লাভের গল্প, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে আজও স্মরণীয়। এখানে প্যারিসের একটি ছোট গ্রাম স্টুটগার্ডের এক সেবিকা সিভিলা কিভাবে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত ছোট ছেলে কলের পরিষেবা করার সাথে সাথে, অবিবাহিত অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নিজের সন্তানের যত্ন নিয়েছিল ও শেষ পর্যন্ত প্রেমিক পুরুষকে সমাজের চোখের আড়াল করে নিজে একা সন্তানের সমস্ত দায়ভার নিয়ে, বিংশ শতাব্দীর কঠিন পরিস্থিতিতে, সমাজ প্রতিবেশকে উপেক্ষা করে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এই গল্পের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন।

বলা যায় এই রকম অনেক গল্প মজলিসি বৈঠকে ,আড্ডার ছলে, চাচা ওরফে সৈয়দ মুজতবা আলী পাঠক শ্রোতাকে উপহার দিয়েছিলেন। তাই চাচাকাহিনী গ্রন্থটি আড্ডা সাহিত্য হিসেবে আজও জনপ্রিয় হয়ে আছে।